

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বাড়লো ডিএ



নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য বড়সড় খুশির খবর শোনাাল সরকার। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে মহার্ঘ্যভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান মহার্ঘ্য ভাতার স্কেস আরও ২ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পকেটে বাড়তি স্বস্তি দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। মহার্ঘ্য ভাতা মূলত জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি কর্মীদের দেওয়া একটি বিশেষ আর্থিক সুবিধা। ক্রমাগত বাড়তে থাকা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে কর্মচারীদের সুরক্ষা দিতেই সরকার পর্যায়ক্রমে এই ভাতা বৃদ্ধি করে। এদিনের এই সিদ্ধান্তের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি

কর্মচারীদের মাসিক বেতন এবং পেনশনশ্রমভোগীদের মাসিক পেনশনের অঙ্ক এক লাফে বেশ খানিকটা বেড়ে গেল। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে, তখন এই বর্ধিত ২ শতাংশ ডিএ আর্থিক সুরাহা দেবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তবে শুধুমাত্র এই ডিএ বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট নন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের একাংশ। দীর্ঘদিন ধরেই কর্মী সংগঠনগুলি বেতন কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছে। বিশেষ করে অষ্টম পে কমিশন বা অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবি এখন তুঙ্গে। নতুন বেতন কমিশন কার্যকর হলে বেতন পরিকাঠামোয় ব্যাপক রদবদল ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে ন্যাশনাল কাউন্সিল—জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারি বা

এনসি-জেসিএম সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই স্মারকলিপিতে কর্মী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.৮৩ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৮ হাজার টাকা। যদি সংগঠনগুলির এই প্রস্তাব সরকার মেনে নেয়, তবে সর্বনিম্ন মূল বেতন এক শত্কায়ে বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ সামগ্রিক বেতন কাঠামোয় এক ঐতিহাসিক বদল আসতে পারে। আপাতত অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে সরকার চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও, এই ২ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন কর্মীরা। উৎসবের মরসুমের আগে বা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এই ধরনের ঘোষণা সরকারি মহলে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করে। এই নতুন হার কার্যকর হওয়ার ফলে সরকারি কোষাগার থেকে একটি বড় অঙ্কের টাকা খরচ হবে ঠিকই, তবে এর ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। বর্ধিত এই ভাতার সুবিধা চলতি মাস থেকেই কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কেন্দ্রের এই দাওয়াই সরকারি কর্মীদের জন্য বড় প্রাপ্তি।

ধর্মনগরে বাংলাদেশি আটক

ধর্মনগর, ১৮ এপ্রিল : ধর্মনগরে বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে আটক করেছে বড়ার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন। ধৃত ব্যক্তির নাম মুন্না সরকার (২০)। তাঁর পিতার নাম শ্যামল সরকার এবং বাড়ি বাংলাদেশের কালিতলা এলাকায় বলে জানা গেছে। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, সন্দেহজনক গতিবিধির ভিত্তিতে ধর্মনগর এলাকায় তাঁকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের দাবি, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে আগরতলা হয়ে ধর্মনগর রেল স্টেশনে পৌঁছেছিল। সেখান থেকে তাঁর পরিচয় জানা ছিল ওয়াহাটি যাওয়ার। ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মী জানান।

পোষণ পাকওয়াড়া কর্মসূচি নিয়ে দক্ষিণ জেলায় বৈঠক

বিলোনিয়া, ১৮ এপ্রিল।। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এক পক্ষকাল ধরে চলতে থাকা “পোষণ পাকওয়াড়া” অষ্টম সংস্করণ-২০২৬ নিয়ে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, ৮টি ব্লকের বিডিওগণ, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস, জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক প্রবীর দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক প্রবীর দেববর্মা জানান, গত ৯ এপ্রিল এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে চলবে আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। এই কর্মসূচির সুবিধা সম্পর্কে জেলায় বিশেষ প্রচারাভিযান সংঘটিত করা হচ্ছে। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা এবং সদ্য মা হওয়া মহিলাদের সঠিক পুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত শিশুদের হাত ধোয়ার পদ্ধতি শেখানো, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহ সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এছাড়া, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পানীয় জলের মান পরীক্ষা, জলের পাইপ লাইন বেরামত, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে হাত ধোয়ার মেশিন বসানো ইত্যাদির পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাকরণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

গুরু অঙ্গদ দেবের প্রকাশ পর্বে বিশিষ্ট জননেতাদের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : শিখ ধর্মের দ্বিতীয় গুরু শ্রী গুরু অঙ্গদ দেবের পবিত্র প্রকাশ পর্ব উপলক্ষে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় জননেতারা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ”এক্স”-এ শ্রদ্ধা নিবেদন করে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, গুরু অঙ্গদ দেব তাঁর জীবন ও শিক্ষার মাধ্যমে সেবা, মানবিকতা এবং শৃঙ্খলার মহান শিখ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর আদর্শ সমাজকে চিরকাল সঠিক পথে চলার অনুপ্রেরণা দেবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, গুরু অঙ্গদ দেব সেবা, ভক্তি ও সমাজ সংস্কারকে তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। গুরুমুখী লিপির বিকাশ এবং লঙ্গর প্রথাকে সুদৃঢ় করে তিনি সমাজে সাম্য ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেন। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়কারিও এই পবিত্র

তিথিতে গুরু সাহেবকে প্রণাম জানান এবং তাঁর অবদানকে সমাজের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে অভিহিত করেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর বার্তায় গুরু অঙ্গদ দেবকে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও সৃজনের ত্রিবেণী এবং করুণার সাগর হিসেবে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান বলেন, গুরুমুখী লিপির প্রচার ও সামাজিক ঐক্য প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম লস্কর মেঘওয়ালা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও এই উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দিল্লির উপ-রাজপাল তরুণজিৎ সিং সান্নু এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শিখ সম্প্রদায় সহ সমস্ত ভক্তদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, শিখ পন্থকে শক্তিশালী ভিত দেওয়ার পাশাপাশি গুরুমুখী লিপির প্রবর্তন ও লঙ্গর প্রথা বিস্তারে গুরু অঙ্গদ দেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর জীবন আজও মানবসেবা ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়।

কংগ্রেস নারীদের নিষ্ঠুর চেহারা প্রকাশ করেছে : ইরানি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : কংগ্রেসের তাঁর সমালোচনা করলেন বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। তাঁর কথায়, কংগ্রেস দেশের নারীদের সামনে নিষ্ঠুর চেহারা প্রকাশ করেছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্মৃতি বলেন, ‘দেশের নারীদের বলা হয়েছিল যে কংগ্রেস দল নারীদের রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করার অভিপ্রায়ে একটি স্বপ্ন তৈরি করেছে। ৯৮ বছর পর সেই অভিপ্রায়ের কী হলো, তা গতকাল দেশের সংসদে সারা দেশের নারীরা দেখেছেন। দেশের রাজনৈতিক জাগরণের আকাজ্জকে চূর্ণ করে দিয়ে গতকাল কংগ্রেস দল হাসিমুখে টেবিল চাপড়ে রাজনৈতিকভাবে উদঘোষন করেছে। বিজেপির কাছে, এটা শুধু সমতার লড়াই নয়। নারীরা মনে রাখবেন যে কংগ্রেসের ছয় দশকের শাসনকালে ২৫ কোটি নারীকে নারী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই দেশে, যারা

বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং কেবল ৩৩ অধিকার দাবি করছিলেন। তারা সেই নারীদের মর্যাদা ভঙ্গ করে কীভাবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় এবং সংসদে কীভাবে সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়, তা নিয়ে উদঘোষনে মগ্ন ছিলেন। আজ কংগ্রেসের সংবাদ সম্মেলনে কটাক্ষ করা হয়েছে যে বিজেপির কিছু লোক ত্রাণকর্তা সাজার চেষ্টা করেছিল। আমি হতবাক যে কংগ্রেসের সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে যে তারা ২০২৩সালে পাস হওয়া বিলটিকে সমর্থন করে, যা সীমানা পুনর্নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের ভঙামি দেখুনতারা একযোগে এও বলছে যে, কমিটি এবং আসন পুনর্বিন্যাস ব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থা নেই। দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা, সংসদ বা দেশের নারীদের ওপর কংগ্রেসের কোনো আস্থা নেই। কংগ্রেস দেশের নারীদের সামনে তার নিষ্ঠুর চেহারা প্রকাশ করেছে।’

পশ্চিম জেলা সীমান্তে বিধিনিষেধ

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক জেলার অন্তর্গত সদর এবং মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বি.এন.এস.এস) ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশে ২০ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে এবং তা ১৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এনএফ রেলের সিমেন্ট পরিবহনে বৃদ্ধি



মালিগাঁও, ১৮ এপ্রিল।। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ রেলওয়ে দ্বারা সিমেন্ট কার্গো পরিবহন এবং তার টার্মিনালসমূহে সিমেন্ট সামগ্রী লোডিং ও আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। সিমেন্ট পরিবহনের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী ৭.৮শতাংশ বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন হয়েছে; যা ২০২৪—২৫ সালে ৯.০৫ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫—২৬ সালে ৯.৭৬ মিলিয়ন টন হয়েছে। পণ্য লোডিং-এর ক্ষেত্রে, সিমেন্টে ১৫২.৭শতাংশ-এর এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। এই সাফল্যগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো বিকাশে উত্তর-পূর্ব

সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলির মধ্যে একটি, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনে প্রথমবার একটি সিমেন্ট রেক সফলভাবে আনলোড করা। ওয়াহাটির নিকটবর্তী স্টার সিমেন্ট সাইডিং থেকে লোড করা এই রেকটি, নবনির্মিত ভৈরবী—সাইরাং রেলপথে চলাচলকারী প্রথম পণ্যবাহী ট্রেন, যা আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় এক বিশাল অগ্রগতির সূচনা করেছে। সিমেন্ট পণ্য পরিবহনে ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে নাগাল্যান্ডের মলভম রেলওয়ে স্টেশনে প্রথমবারের

মতো একটি সিমেন্ট রেক আনলোড করার মাইলফলক অর্জন করেছে। এই রেকটিতে ৪১টি ওয়াগন ছিল, যেখানে মেসার্স মাই হোম ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, তেলঙ্গানা থেকে সিমেন্ট বোঝাই করা হয়েছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে তেতেলিয়াস্থিত বাল্ড স্টার সিমেন্ট সাইডিং-এ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ চালিত তার প্রথম মালবাহী ট্রেনটিও চালু করেছে; উল্লেখ্য যে, এই সাইডিংটি ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০টি রেক হ্যাণ্ডেল করেছিল। আরেকটি যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসেবে, সিমেন্ট বোঝাই প্রথম পণ্যবাহী ট্রেনটিকে ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে আগরতলার নিকটবর্তী নিশ্চিতপুর টার্মিনালে সফলভাবে পৌঁছানো হয়। তেতেলিয়ায় অবস্থিত স্টার সিমেন্ট সাইডিং থেকে প্রেরিত কনসাইনমেন্ট ‘আগরতলা-আখাউড়া নতুন রেল লিঙ্ক প্রকল্প’-এর অধীনে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা করেছে, যা ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহণ সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

সাম্পিসিয়াস ক্লেইম নিষ্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি পেল ত্রিপুরা

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রাজ্যের জন্য এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে, স্টেট হেলথ এজেন্সি, ত্রিপুরা- আয়ুস্থান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ‘সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত নিষ্পত্তি’ (সেবাভ্রম টার্ন অ্যারাউড টাইম) বিভাগে শ্রেষ্ঠ ছোট রাজ্য হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেছে। এই পুরস্কারটি সম্মাননা আবারও প্রমাণ করে যে, ১৭-১৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিরে প্রদান করা হয়, যেখানে ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির শীর্ষ আধিকারিক এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই স্বীকৃতি

সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অসাধারণ সাফল্যকে তুলে ধরে, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আরও সুদৃঢ় করেছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং ক্লেইম নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করার ক্ষেত্রে রাজ্যের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সম্মাননা আবারও প্রমাণ করে যে, সাম্পিসিয়াস ক্লেইম দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। স্টেট হেলথ এজেন্সির নিবেদিত

প্রচেষ্টা, রাজ্য জোলা স্তরে দৃঢ় কর্মসম্পাদন এবং সকল স্টেকহোল্ডারের সম্মিত উদ্যোগ এই মাইলফলক অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পুরস্কারটি বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের মান উন্নত করার প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। আগামী দিনে রাজ্য এই সাফল্যের ভিত্তিতে আরও দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং সুবিধাভোগীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। ত্রিপুরা হেলথ প্রোটেকশন সোসাইটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে আগরতলা মহাকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব শ্রী কিরণ গিত্তের সভাপতিত্বে স্টার এনসিডি গবেষণা প্রকল্পের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টার এনসিডি প্রকল্পটি হলো একটি “ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ”, যা ন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিজ কন্ট্রোল, এইমস নয়াদিল্লি, আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জোরদার করা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা শ্রী সান্নু ওয়াইদি এ. স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিজ কন্ট্রোলের বরিশত বিজ্ঞানী, এইমস দিল্লি, আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল-এর বরিশত সদস্যবৃন্দ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আধিকারিকবৃন্দ। সভায় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। গবেষণা দলটি জানিয়েছে যে, অসংক্রামক রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যেমন- উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটগুলোতে “সেমি অটো অ্যানালাইজার” স্থাপনের মাধ্যমে ডায়াগনস্টিক বা রোগ নির্ণয় সুবিধার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে উন্নতমানসম্পন্ন চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি তদারকি করার জন্য পথঘায়েতি রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্বত্বকৃত করা হয়েছে। অসংক্রামক রোগ স্ক্রিনিং পরিষেবা ১০০ শতাংশ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শনাক্তকৃত রোগীদের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পোটাল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব ও এনএইচএম-এর মিশন অধিকর্তা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এআই ব্যবহার করে একসাথে ডেটা এন্ট্রি ও হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হবে, যাতে ওষুধের সরবরাহ সহজে নজরে রাখা যায়।

সরার হৃষ্কার, তোপ মানিককে

৮ এর পাতার পর
সিদ্ধান্ত নেব।” কত দিন অপেক্ষা করবেন? মথা প্রধান বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরে, অমিত শাহের ব্যস্ততা কমলে, আমরা কথা বলব। কেন্দ্র যদি বলে, চুক্তি বাস্তবায়িত করবে, তা হলে সরকারকে থাকব। না-হলে সরকার থেকে বেরিয়ে আসব।” ২০২০ সালে পূজোর আগে কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়েছিলেন প্রদ্যোতা। নতুন দল গড়লেও তাঁর সঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সুম্পর্ক ছিল। অন্তত সম্বন্ধ রয়েছে চলতে। ২০২০ সালের পূজোর পরে বিপ্লবের বিজয় সম্মিলনীতে প্রদ্যোতের উপস্থিতি ত্রিপুরার রাজনীতিতে হুইচি ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মানিক মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে মথা রাজ্য সরকারে বিজেপির শরিক হলেও সেই ইতিবাচক সম্পর্ক থাকেনি প্রদ্যোতের সঙ্গে। এডিসি ভোটের আগেও মানিকের বিভিন্ন বক্তৃতায় মথার সম্পর্কে তিক্ততা প্রকাশ্যে এসেছিল। গুরুবীর এডিসিতে জয়ের পরে কি বিপ্লবের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রদ্যোতের? জবাবে তিনি বলেন, “আমার সকলের সঙ্গেই কথা হয়। অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা হয়। ব্যক্তিগত স্তরে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা বলব না।” পাঁচ বছর আগে যখন ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন হয়েছিল, তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিপ্লব। সেই ভোটে ১৩টি আসনে লড়াই করে ৯টি আসন জিতেছিল বিজেপি। তখন অবশ্য মথা বিজেপির শরিক ছিল না। সেই পর্বে বিজেপির শরিক ছিল আইপিএফটি। তিনটি আসনে নিদল প্রার্থীরা জিতেছিলেন বিজেপির সমর্থনে। মথা একক ভাবে জিতেছিল ১৬টি আসন। এডিসির ক্ষমতা দখলের জটিলসংখ্যা ১৫। ফলে পাঁচ বছর আগে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল, এ বার তা-ও ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। ২৮টি আসনে লাড়ে জয় পেয়েছে মাত্র চারটিতে। ২০২৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরে ত্রিপুরায় শাসকের আসনে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল বিজেপির। সিপিএমকে তৃতীয় স্থানে সরিয়ে প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠেছিল মথা। কিন্তু মধ্য মেয়াদেই বিরোধী দল থেকে সরকারে शामिल হয় তারা। সেই জায়গায় প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায় সিপিএম। কিন্তু সরকারের শরিক হলেও এডিসি ভোটে বিজেপি-মথার বনিবনা হয়নি। যার ফলস্বরূপ, মথার সামনে দাঁড়াতে পারেনি পদ্মশিবির। তার পরেই শাহের উদ্দেশ্যে ‘বার্তা’ দিয়ে দিলেন প্রদ্যোতা।

পারবে ভারত-রুশ সেনা

৮ এর পাতার পর
এই চুক্তিতে দুই দেশের আকাশসীমার পারস্পরিক ব্যবহার এবং রাশিয়া ও ভারতীয় যুদ্ধজাহাজের একে অপরের বন্দর বা পোতাশ্রয়ে প্রবেশের বিষয়টিকেও নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে পুতিনের ভারত সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরে দ্বিপাক্ষিক

প্রতিরক্ষা চুক্তি সই হয়েছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রে বেলুসোভের বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছিল চুক্তির রূপরেখা। সেটি আইনগত ভাবে কার্যকর করতে গত ডিসেম্বরে সামরিক বিষির প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছিল মস্কো। নয়াদিল্লি-মস্কো যৌথ উদ্যোগে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে তৈরি অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম ভারত যাতে তৃতীয় দেশের রফতানি করতে পারে, বিধি সংশোধনের মাধ্যমে তারও ছাড়পত্র দিয়েছে পুতিন সরকার।

NOTICE INVITING TENDER FOR COAL (2nd Call)	
A sealed tender is hereby invited from the interested authorized Dealer/Distributor/Supplier for supply of Coal (Meghalaya/Imported) for Central Tea Processing Factory (CTPF), Durgabari and Brahmakunda Tea Processing Factory (BTPF), Simna, West Tripura under TTDC Ltd for the year 2026-27. The interested bidders shall quote rates for supply of Coal (Meghalaya/Imported). The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 20-04-2026 to 05-05-2026 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 05-05-2026 at 4.00 PM if possible. For details Terms & Conditions please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura - www.tripura.gov.in and https://ttdcldtd.tripura.gov.in or the Official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala- 799001.	
(S. K. Dash, TCS Gr-I) Managing Director, TTDC Ltd.	ICA/C-83/2026-27

 बैंक ऑफ़ बरदो Bank of Baroda		এমএসএমই আগরতলা শাখা ৭৬, সেন্ট্রাল রোড, এম.জি. বাজার, আগরতলা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা মোবাইল নং: ৮১১৯০২৯৯৩১, ই-মেইল: vjmtri@bankofbaroda.bank.in		স্বাস্থ্য সম্পত্তির বিক্রীর জন্য বিক্রী বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট- IV-A [বিধি ৬ (২) এবং ৬ (৮) দেখুন]		
সিকিউরিটাইজেন্স এণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অব ফাইন্যান্সিয়েল এসোসিয়েশন এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট-২০০২-এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি-২০০২-এর বিধি ৬(২) এবং ৬(৮) পড়ে, স্বাস্থ্য সম্পত্তি বিক্রীর জন্য ই-নিলাম বিক্রী বিজ্ঞপ্তি। এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে খণ্ডীহ্রীতা(সকল), বন্ধকদাতা(সকল) এবং জমিদার(সকল)-দের জানানো হলো যে নিম্নে বর্ণনা করা স্বাস্থ্য সম্পত্তির সিকিউর্ড ক্রেডিটরের নিকট স্বীকৃতি/চার্জকৃত, বৈধক অক্ষ বরোদার অনুমোদিত অফিসার, সিকিউর্ড ক্রেডিটর নিম্নের খন্ডে এনেছে। এই সম্পত্তি ‘সেখানে আছে’, ‘সেই ধরণে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রী করা হবে না। উল্লেখিত একাউন্ট/সমূহের বাকীমা পুনরুদ্ধারের জন্য। খণ্ডগৃহীতা/দের/ বন্ধকদাতা/ জমিদার/দের /সুরক্ষিত সম্পদ /গুণো/বকেয়া/ সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং বিভ বৃদ্ধির পরিমাপের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:-						
ক্র. নং.	খণ্ডগৃহীতা/দের/ জমিদার/ বন্ধকদাতাদের নাম এবং ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্বাস্থ্য সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, যদি থাকে	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ, ই-নিলামের সময়, শুক্রস সময় থেকে শেষের সময়	১) সংরক্ষিত মূল্য ২) বায়নার টাকা জমা (ইএমডি) ৩) বিভ বৃদ্ধির পরিমাণ	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়
১.	খণ্ডগৃহীতা: মেসার্স কাকালি জয়া ডিস্ট্রিবিউটর, স্বত্বাধিকারী: রাজপ্রদীপ দেব, পিচা- নাহু চন্দ দেব, মন্ত্রী বাড়ি রোড, আর্ট বাকারের বিপরীতে, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০১ স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাজপ্রদীপ দেব, পিচা- নাহু চন্দ দেব, ১৫এফ, ইস্ট কলেজ টিলা, তনং লেক, ওয়ার্ড নং ২৪, দ্বন্দ্বের পাঠশালা স্কুল, আগরতলা কলেজ, পশ্চিম ত্রিপুরা- ৭৯৯০০৪	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, সাব ডিভিশন-সদর, রাজস্ব চক্র-পূর্ব আগরতলা, খতিয়ান নং ৬৮৩, তহসিল-পূর্ব আগরতলা, মোজা-দাগ (সিএস) (পুরাতন প্লট) নং পিবি-৩৬৪-২০৫৮৭/৫৬১৪২ এবং হাল দাগ (আরএস) (বর্তমান প্লট) নং ৭৫৮/১৪৭৭-এর সাথে সম্পর্কিত আবাসিক জমি যা ০.০১১৩ একর পরিমাণের ভূমি যা লিংক খতিয়ান নং ৩১০ এর রেফারেন্সে বাস্তু (নাল) শ্রেণীর জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং বাক্যে দাগ (সিএস) (পুরাতন প্লট) নং পিবি-৩৬০-৩৬০-৩৬৪-২০৫৮৭ এবং হাল দাগ (আরএস) (বর্তমান প্লট) নং ৭৫৮/১৪৭৮ এবং লিংক খতিয়ান নং ০০৮ এর রেফারেন্সে বাস্তু (নাল) শ্রেণীর জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এই জমির মধ্যে ০.০০৯২ একর পরিমাণের জমি রয়েছে। ০২ (দুই) টি জমির প্লট, মোট ০.০৩০৫ একর অর্থাৎ ১৩১৭.৬ বর্গফুট। ১ টি বিক্রয় দলিল নং ২০২৩/এসডিআর/1/৩০২৫ এবং ২০২৩/এসডিআর/1/৩০২২ অনুসারে নিবন্ধিত, যা রাজপ্রদীপ দেবের নামে ২২.০২.২০২৩ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ২৩.০২.২০২৩ তারিখে সিল করা হয়েছিল। সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে: ৮’ফুট পথ, দক্ষিণে: শ্রী পিহু মজুমদার, পূর্বে: সুমন দেব, পশ্চিমে: কলেজ লেক।	২৪,৮৫,৩৭৩.৭১ টাকা চবিশ লক্ষ পঁচালিছ হাজার তিনশ ত্রিশের টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) + অপ্রায়োগিত সুদ এবং ১৪.১১.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর অন্যান্য চার্জছে	১৫/০৫/২০২৬, দুপুর ১৪.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ১৮.০০ টা পর্যন্ত	১) ২৪,০০,০০০.০০ টাকা ২) ২৪,০০০,০০০ টাকা ৩) ২০,০০০.০০ টাকা	কার্যকর ১৫/০৫/২০২৬ সকাল ১০-৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ১৬-৩০ টা পর্যন্ত
ব্যাংকনেট সম্পত্তি আইডি: BARBOVJMTRI002 বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction এবং অনলাইন নিলাম পোর্টলে https://baanknet.com -এ দেওয়া লিংকটি দেখুন। এছাড়াও, সন্তোষ দরদাতারা অনুমোদিত অফিসারের টেলিফোন নং / মোবাইল নং: ৯৯০১৮১৬৬০৯-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তারিখ ঃ ১৮-০৪-২০২৬, স্থান ঃ আগরতলা, ত্রিপুরা						
অনুমোদিত অফিসার, বৈধক অক্ষ বরোদা						